



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.111-114

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

‘অহিংসা’: বৌদ্ধ, জৈন এবং গান্ধীর চিন্তনে

সৈকত বোস

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শনবিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

This exploration delves into the profound concept of 'Ahimsa' as embodied in Buddhist, Jain, and Gandhian thought. 'Ahimsa', meaning non-violence or non-harming, is a fundamental ethical principle that transcends religious and cultural boundaries.

In Buddhist philosophy, 'Ahimsa' is central to the Noble Eightfold Path, promoting compassion and non-aggression. Jainism takes 'Ahimsa' to its zenith, advocating absolute non-violence towards all living beings. The Gandhian perspective, influenced by these ancient traditions, applies 'Ahimsa' as a powerful force for social and political change. This abstract explores the philosophical foundations of 'Ahimsa' in each tradition, emphasizing its transformative power on individual conduct and societal harmony. It further examines the practical applications of 'Ahimsa' in conflict resolution, social justice, and sustainable living.

By weaving together the threads of Buddhist, Jain, and Gandhian perspectives on 'Ahimsa', this abstract seeks to contribute to the understanding of a universal principle that resonates across diverse cultural and philosophical landscapes, inspiring ethical choices and fostering a more compassionate world.

Keywords: Ahimsa, Non-Violence, Buddhist Thought, Jain Philosophy, Gandhian Principles, Ethics, Noble Eightfold Path, Compassion, Non-Aggression, Conflict Resolution, Social Justice, Sustainable Living, Interconnectedness, Spiritual Values, Ethical Conduct, Societal Harmony, Shil, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, Samyak, Aharya.

আমাদের সমাজে ‘অহিংসা’র গুরুত্ব অপরিসীমা। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই দর্শনে বহু আলোচনা থাকা সত্ত্বেও অহিংসার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার আমরা আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর দর্শনেও অহিংসার ব্যাপক চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাই। মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ভাবনায় এবং তাঁর জীবন ও কর্ম পদ্ধতির মধ্যে, সর্বপ্রথমই অহিংসার ছাপ লক্ষ করা যায়।

বৌদ্ধ দর্শনে যে সাধন মার্গ রয়েছে তার মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বলা হয়। ‘শীল’ শব্দের অর্থ সমস্ত পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা, যেটি মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক। ‘শীল’ আবার দশ প্রকার। এই দশটি শীলের মধ্যে অহিংসা বা সর্বপ্রকার হিংসা থেকে বিরত; এটি সর্বপ্রথম, সর্বোচ্চ এবং

সর্বশ্রেষ্ঠ শীল। এই দশটি শীলের প্রথম পাঁচটি পঞ্চশীলের অন্তর্গত। গৃহী বা সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন কর্তব্য। বিশেষ কোন পূজা, অনুষ্ঠান বা উপাসনার দিনে এরা অষ্টশীল পালন করবে। সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের জন্য দশটি শীল অবশ্য পালনীয়।

বুদ্ধদেব প্রণীত ‘অহিংসা’ শুধুমাত্র একটি নীতিমূলক ধারণা নয়। অহিংসা শুধুমাত্র হিংসা না করাকেই বোঝায় না, নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থেকে বিশ্বের সকলের কল্যাণ চিন্তা, সকলের প্রতি প্রীতিবোধে অনুপ্রাণিত করা অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারটি বুদ্ধের ব্রহ্ম বিহারের মধ্যে মৈত্রী ও করুণায় অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে। ‘মৈত্রী’ চিন্তার অর্থ হল- বিশ্বের সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করা। ‘করুণা’ নামক চিন্তার অর্থ হল- সকলের জন্য অনুকম্পা বোধ ও সকলের দুঃখ মোচনে প্রবল আকুতি। বুদ্ধদেবের কথায়-মা যেমন নিজের প্রাণের বিনিময়েও তার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট হন, ঠিক তেমনি সর্বত্র ও সর্বদা সকল জীবের কল্যাণ কামনা করতে হবে। বৌদ্ধ দর্শনে ইহাই ব্রহ্ম বিহার নামে খ্যাত। বুদ্ধের একটি বাণী হল- ‘আত্ম দীপো ভব’ অর্থাৎ নিজের কাছে প্রদীপের মত হও।

বৌদ্ধগণ অহিংসার আলোচনায় ‘হিংসা’ শব্দটিকে নিয়েও আলোচনা করেছেন। ‘হিংসা’ শব্দটিকে বৌদ্ধদর্শনে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই অহিংসার প্রচার করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেছেন- কায়মনবাক্যে বা কায়িক, বাচিক এবং মানসিকভাবে হিংসা বর্জন করাই হল প্রকৃত হিংসা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারীরিক দিক থেকে কোন হিংসা করেনা, অপরকে কোন কটু বা অপ্ৰীতিকর বাক্য প্রয়োগ করেনা এবং অপরের কোনোরূপ অনিষ্টের চিন্তা করে না, সেই ব্যক্তি হল প্রকৃতরূপে অহিংসক। ‘প্রাণী’ শব্দের দ্বারা প্রথমে পশু পাখিকে বোঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব এগুলি ছাড়াও অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীসম্পর্কেও অহিংস আচরণ করার নিদান দিয়েছেন। তাই যিনি প্রকৃত রূপে অহিংসক তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতিকেও পদদলিত করবেন না। হিংসা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ ও কলুষিত করে তোলে। তাই যিনি হিংসায় ব্রতী হন তিনি ‘শ্রমণ’ বা ‘সন্ন্যাসী’ নামের যোগ্য নন। যদি কোন ‘শ্রমণ’ ভুলবশত হিংসা করে থাকেন তাকে ধর্মবিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

অহিংসক ব্যক্তি সর্বপ্রকার বৈরিতা মুক্ত হবে। অহিংসার সমর্থনে বৌদ্ধগ্রন্থে একটি যুক্তি পাওয়া যায়। যুক্তিটি এইরূপ যে- সকল প্রাণীর কাছে নিজের আত্মা সর্বাধিক প্রিয়। প্রতিটি প্রাণীর কাছে যদি নিজের আত্মা প্রিয়তম হয়, তাহলে কখনই কোন ব্যক্তির পক্ষে অপরকে হিংসা করা উচিত নয়। সকলের আত্মাই সমান। আত্মপীড়ন যদি অকাম্য হয় তাহলে অন্যকে পীড়ন করা একইভাবে অকাম্য হবে।

আধুনিক সমাজে আমাদের সমাজের যে অবক্ষয় সেখানে; তিন ধরনের হিংসা অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক -এগুলিই এর জন্য দায়ী। সমাজকে রক্ষা করতে গেলে সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধকে এবং মানব জীবনকে রক্ষা করতে গেলে, এই তিন ধরনের হিংসা থেকেই বিরত থাকতে হবে।

আবার জৈনগণও অহিংসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জৈন নীতিবিদ্যায় মোক্ষ লাভের জন্য সম্যক্ দর্শন সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র লাভের কথা বলা হয়েছে। সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞান অনুশীলনের পর গৃহী ও সন্ন্যাসীর অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ -এই পাঁচটি ব্রতকে অবশ্য পালনীয় বলা হয়েছে। এদের মধ্যে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, অহিংসাই পরমধর্ম, কারণ অন্যান্য চারটি ব্রত পরোক্ষভাবে অহিংসারই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অহিংসাকেই পালন করে। সন্ন্যাসীর এই ব্রতকে কঠোরভাবে পালন

করে, গৃহীর ক্ষেত্রে এই ব্রতই কিছুটা নমনীয়। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এই ব্রতকে ‘পঞ্চমহাব্রত’ বলা হয়, যেগুলি তাদের অত্যন্ত কঠোর ভাবে পালনীয়। সংসারী জীব বা গৃহীর ক্ষেত্রে একে ‘অনুব্রত’ বলা হয়, যা কিছুটা শিথিল বা নমনীয় আকারের।

এই পাঁচপ্রকার মহাব্রতের প্রত্যেকটিকে গৃহীর উপযোগী করে তোলার জন্য ২৭ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৌদ্ধদের মতো এখানেও কায়মন বাক্যে হিংসা বর্জিত। জৈন মতে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত পাঁচটি ভাবনা হল-

- ১। কোন জীবের যাতে ব্যথা বা ক্লেশ না হয় সেজন্য সংকীর্ণ সীমার মধ্যে গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা।
- ২। মোহ, ঘৃণা ইত্যাদি সঙ্গে যুক্ত সর্বপ্রকার চিন্তা বর্জন করা এতে মানসিক শান্তি বিরাজ করে।
- ৩। আহার্য বস্তুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং বাস্তবায়ম করা।
- ৪। যে কোন বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা।
- ৫। যথাসময়ে দিবালোকে যথাযথ ভাবে পরীক্ষার পর খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা। অর্থাৎ জৈনমতে কোন প্রকার হিংসাই কাঙ্ক্ষিত নয়।

আবার আধুনিক কালের দর্শনে মহাত্মা গান্ধী তাঁর চিন্তাভাবনায় ‘অহিংসাকে’ (Non-Violence) সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য করেছেন। তার অন্যান্য নীতিসমূহ এবং বিভিন্ন কর্ম পন্থায়,- যেমন সত্যগ্রহ, স্বরাজ, সর্বোদয় প্রভৃতি সমস্ত কর্ম পন্থা অহিংসার অন্তর্ভুক্তি করন করেছেন। তার সমগ্র জীবনদর্শনে সত্য, অহিংসা ও প্রেম অঙ্গাগিভাবে জড়িত। তার মতে সত্য ও প্রেম অহিংসার অন্তরে অবস্থিত। অহিংসাই হল আমাদের চরম কর্তব্য। জীবনের কর্তব্য যদি আমরা শত বাধা সত্ত্বেও যথাযথভাবে পালন করি, তবে আমরা একদিন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবই, আগে অথবা পরে।

গান্ধী ভাবনায় অহিংসা এক বিশেষ রূপ লাভ করে-যেটা তার একান্তই নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ফসল। ‘অহিংসা’ শব্দটির নর্থক এবং সদর্থক উভয়দিকই আছে। অহিংসার স্বাভাবিক অর্থ হল- ‘হত্যা না করা’ কিন্তু বৃহদার্থে অহিংসা বলতে বোঝায়- যে কোন ভাবেই এবং যেকোনো রূপেই কাউকে আঘাত না করা। অর্থাৎ কারোর প্রতি কোনো রূপ হিংসা না করা। কিন্তু গান্ধীজী জৈন মতের অনুরূপ কঠোর অর্থে অহিংসার নর্থক দিকটিকে স্বীকার করেননি। কারণ তিনি জানতেন বাস্তব জীবনে এত কঠোরভাবে অহিংসা পালন সম্ভব নয়। তাই কিছু ক্ষেত্রে যেমন- খাদ্য গ্রহণ, জল পান, হাঁটা চলা, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জীবন ধারণের ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজের দেহকে রক্ষা করা অসম্ভব।

আবার গান্ধীজী ‘অহিংসা’ সম্পর্কে যে সদর্থক ধারণা পোষণ করতেন, সেটি আমাদের আরও গভীরে নিয়ে যায়। অহিংসার সদর্থক দিক হল- ‘ভালোবাসা’ বা ‘প্রেম’- ছাড়া আর কিছুই নয়। ‘ভালোবাসা’ হলো এমন এক অনুভূতি যা আমাদের সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। অহিংসার জন্য প্রয়োজন এমন এক স্বাধীন মানসিকতার, যেখানে ক্রোধ,বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিশোধ, ঈর্ষা পরায়ণতা প্রভৃতি কোনো কিছুই থাকবে না। কারণ এগুলি হলো ভালোবাসার পথে প্রধান বাধা। ভালোবাসা হলো অহিংসার এমনই এক সদর্থক গুণ, যা অন্যায্যকারীরও মঙ্গল কামনা করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্যায্য কারীর অন্যায্য কাজকে সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজীর কাছে “অহিংসার” মূল্য দুটি - i. মানবীয় গুণ ii. সংগ্রাম কৌশল। এই দুই ক্ষেত্রেই অহিংসার দ্বারা মানুষ বিজয় লাভ করে। অবশেষে আমি বলতে পারি যে, এই সমস্ত বিচারগুলি যদি আমরা জীবনে ধারণ করে চলি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হতে পারে।

ग्रन्थपञ्जी:

१. बिंश शताब्दीर भारतीय दर्शन, डक्कुर निखिलेश बन्द्यापाध्याय, स्वदेश, १०१ बिबेकानन्द रोड, कलकता-७।
२. भारतीय नीतिबिद्या, दीपक कुमार बागची, ७८ शिव नारायण दास लेन, कलकता -७।
३. नीति शास्त्र, दीक्षित गुण्ट, पश्चिमबङ्ग राज्य पुस्तक पर्यद, सेक्कुर-५, सल्ट लेक सिटी, कलकता-९१।
४. भारतीय दर्शन, देवव्रत सेन, पश्चिमबङ्ग राज्य पुस्तक पर्यद, सुबोध मल्लिक स्कार, कलकता-१३।
५. भारतीय दर्शन, डः समरेन्द्र भट्टाचार्य, बुक सिडिकेट प्राइभेट लिमिटेड, २ रामनाथ बिश्वास लेन, कलकता-९।